কুদৃষ্টি ও তার প্রতিকার

মূল : মুফতি সালমান যাহিদ হাফি.
ভাষান্তর : হাসসান সাবিত

কুদৃষ্টি ও তার প্রতিকার

ফুলদানী প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

চোখ মানব দেহের একমাত্র অস্ত্র। যার অসৎ ব্যবহারে ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায় নিজের অতীত, ভবিষ্যত ও বর্তমান। আবার যা সৎ ব্যবহারে জয় করে নেওয়া যায় রবের কাছ থেকে দু'জাহান।

সূচিপত্র

দৃষ্টির হেফাজত : কুরআনে ও হাদিসে ৬
কুদৃষ্টির মর্মান্তিক শাস্তি ১০
সুদৃষ্টির মহৎ পুরস্কার ১১
নারীর দৃষ্টি ১৪
নারীর ফিতনা ১৫
প্রখ্যাত বুযুর্গ বারসিসার ঘটনা ১৬
সালেহ আল-মুয়াজ্জিন ও খ্রিস্টান যুবতী ১৮
এক অভূতপূর্ব ঘটনা ২০
বালকদের সংস্পর্শ সম্পর্কে ২৫
আকস্মিক দৃষ্টিপাতের হুকুম ২৭
কুদৃষ্টির বিবিধ রূপ ২৯
সমাধান? ৩১
বেঁচে থাকার উপায় ৩২
দৃষ্টি অবনত রাখা ৩৩
নারীদের সাথে আলাপ-আলোচনা ৩৬
দ্রুত বিয়ে করা ৩৭
আল্লাহকে স্মরণ করা ৩৮
পরিশ্রম ও সাধনা ৪০
আল্লাহর ভয় ৪২
সালাফের উক্তি ৪৪
কুদৃষ্টির কতিপয় ক্ষতি ৪৬

দৃষ্টির হেফাজত : কুরআনে ও হাদিসে

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টরূপে দৃষ্টি অবনত রাখার ব্যাপারে আদেশ প্রদান করেছেন। এ ব্যাপারে পরোক্ষভাবে উল্লেখ না করে প্রত্যক্ষভাবে নারী-পুরুষ সবাইকে এই হুকুমের আওতাভুক্ত করেছেন। সূরা নূরে আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের ব্যাপারে বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

অর্থ: মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য অধিক পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে সম্যক অবগত।[১]

-অতঃপর নারীদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

অর্থ: ইমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং যৌনাঙ্গের হেফাজত করে।[২]

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُور

অর্থ: তিনি চোখের খিয়ানত ও হৃদয়ের গোপন বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।[৩]

---

[১] সূরা আন-নূর : ৩০
[২] সূরা আন-নূর : ৩১
[৩] সূরা গাফির : ৪০

সূরা ইসরায় ইরশাদ করেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

> অর্থ: তোমারা ব্যভিচারের নিকটে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ।[৪]

উক্ত আয়াতে নিছক যিনার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি, বরং ব্যভিচারের কার্য-কারণ ও উপায়-উপকরণ থেকে নিবৃত্ত থাকার তাগিদও দেওয়া হয়েছে।[৫]

সুতরাং, গাইরে মাহরাম মহিলার সাথে আলাপ-আলোচনা করা, তাদের কথা শ্রবণ করা, দেখা-সাক্ষাৎ করা, স্পর্শ করা ও চুমু দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। কেননা, এই কাজগুলো ব্যভিচারের প্রতি আহ্বান করে। নিম্নোক্ত হাদিসে এ ধরণের কাজকে সরাসরি ব্যভিচার আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

عن أبي هريرة رضي الله أن النبي ﷺ قال، كتب علي ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فعينان زناهما النظر و الأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناه الخطأ والقلب يهوي ويتمني ويصدق ذلك الفرج أو يكذب،

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বনী আদমের ব্যভিচারের গুনাহ লিপিবদ্ধ করা হয় যার শাস্তি তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। সুতরাং চোখের যিনা হলো দেখা, কানের যিনা হলো শ্রবণ করা, জিহ্বার যিনা হলো আলাপ-আলোচনা করা, হাতের যিনা হলো স্পর্শ করা, পায়ের যিনা হলো ব্যভিচারের লক্ষ্য পা বাড়ানো। অন্তরের যিনা হলো আকাঙ্ক্ষা করা। চাই তাতে যৌনাঙ্গ সম্পৃক্ত থাকুক বা না থাকুক (অর্থাৎ সরাসরি ব্যাভিচারে লিপ্ত হোক বা না হোক পাপ লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে)[৬]

---

[৪] সূরা ইসরা : ৩৩
[৫] তাফসীরে রুহুল মাআনি
[৬] মুসলিম : ২৬৫৭

-অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

عن عبد الله ابن عباس رض عن النبي ﷺ، ما كان من نظرة فللشيطان فيها مطمع والإثم حواز القلوب

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে দৃষ্টি কোন গাইরে মাহরাম মহিলার দিকে নিক্ষেপ করা হয় তাতে অবশ্যই লোভ-লালসা বিদ্যমান থাকে। আর পাপাচার হৃদয়কে পরাস্ত করে।[৭]

-এ মর্মে অন্য একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে

عن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ النظر سهم من سهام إبليس مسمومة.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় কুদৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তীরসমূহের একটি তীর (যার মাধ্যমে সে শিকার করে)।[৮]

-অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

عن معقل بن يسار رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس إمرأته لا تحل له

হযরত মাকাল বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন মহিলাকে অবৈধভাবে স্পর্শ করা অপেক্ষা তোমাদের মাথায় সুঁই দিয়ে খোঁচা দেওয়া অধিক উত্তম।[৯]

---

[৭] তাবরানি : ৮৭৪৯
[৮] তাবরানি : ১০৩৬২
[৯] তাবরানী : ২০, ২১১

دخل عبد الله ابن مسعود علي مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت إمرأة، فجعل رجل من القوم ينظر ألي المرأة فقال عبد الله ابن مسعود لو انفقأت عينك كان خيرا لك

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কিছু লোকজন সাথে নিয়ে এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। সেই ঘরে একজন মহিলা ছিলো। তাদের সাথীদের একজন মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। এই অবস্থা দেখে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলে উঠলেন, যদি তোমার চক্ষু ফেটে বিদীর্ণ হয়ে যেত, তাহলে উত্তম হতো।[১০]

[১০] (৮৭,যাম্মুল হাওয়া, ইমাম ইবনু জওযী রাহি.)

عن حسن البصري، عن النبي ﷺ لعن الله الناظر والمنظور إليه

-হযরত হাসান বাসরী রহ. মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন, দৃষ্টিপাতকারী ও যার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে উভয়ের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।[১১]

عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، لتغضن أبصاركم، ولتحفظن فروجكم، وليقمن وجوهكم، أو لتكسفن وجوهكم

অর্থ: হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা নিশ্চয়ই নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখবে, নিশ্চয়ই নিজেদের যৌনাঙ্গ হেফাজত করবে, নিশ্চয়ই তোমাদের চেহারাগুলো সোজা রাখবে, অন্যথায় তোমাদের চেহারা অনুজ্জ্বল করে দেওয়া হবে।[১২]

ইমাম ইবনে কাসির রহ. আসলাফের উক্তি নকল করে বলেন, নিশ্চয় কুদৃষ্টি এমন একটি তীর যা অন্তরে বিষ ঢেলে দেয়।[১৩]

---

[১১] শুয়াবুল ইমান : ৭৩৯৯
[১২] তাবরানি : ৭৮৪০
[১৩] ইবনে কাসীর : ৬/৩৯

সুদৃষ্টির মহৎ পুরস্কার

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ، النظر سهم من سهام إبليس مسمومة، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه

অর্থ, হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দৃষ্টি ইবলিসের বিষাক্ত তীরসমূহের একটি তীর। যে ব্যক্তি আমার ভয়-ভীতি অন্তরে জাগ্রত করে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকে আমি এর পরিবর্তে এমন ঈমান দান করবো যার মিষ্টতা সে হৃদয়ে অনুভব করতে পারবে।[১৪]

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، النظر سهم من سهام إبليس، فمن رأي امرأة ذات جمال فغض بصره عنها ابتغاء مرضات الله أعقبه الله عبادة يجد لذته

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দৃষ্টি ইবলীসের তীরসমূহের একটি তীর। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন লাবণ্যময় রমণী দেখেও আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে তার পরিবর্তে আল্লাহ তায়লা এমন সওয়াব দান করেন যার স্বাদ সে নিজে আস্বাদন করতে পারবে।[১৫]

عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ، النظرة الأولي خطأ والثانية عمد والثالثة تدمر، نظر المؤمن إلي محاسن المرأة سهم من سهام إبليس، من تركها من خشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله بذلك عبادة تبلغه لذته

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রথম দৃষ্টি ভুলবশত হয়ে থাকে (ভুলের কারণে ক্ষমাযোগ্য, ধরপাকড় করা হবে না।) দ্বিতীয় দৃষ্টি ইচ্ছাকৃত, তৃতীয় দৃষ্টি ধ্বংসাত্মক। কোন মহিলার

---
[১৪] তাবরানী : ১০৩৬২
[১৫] কানযুল উম্মাল : ১৩০৬৭

লাবণ্যতার দিকে দৃষ্টিপাত ইবলিসের তীরসমূহের একটি তীর। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ও প্রতিদানের আশায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তার পরিবর্তে আল্লাহ তাকে এমন প্রতিদান দান করবেন যার স্বাদ সে আস্বাদন করতে পারবে।[১৬]

عن أبي هريرة رضي الله عنه، كل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله، عين سهرت في سبيل الله، عين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, ভয়াবহতা ও বিভীষিকার ফলে কিয়ামতের দিন প্রত্যেক চক্ষু অশ্রু প্রবাহিত করবে। তবে ওই চক্ষু ব্যাতীত। যা আল্লাহ কর্তৃক হারামবস্তু থেকে দৃষ্টি অবনত রাখে, যা আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিতে গিয়ে বিনিদ্র থাকে এবং যা আল্লাহর ভয়ে মাছির মাথার পরিমাণ হলেও অশ্রু ঝরায়।[১৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনটি চক্ষু জাহান্নাম দেখবে না। যে চক্ষু আল্লাহ কর্তৃক হারামবস্তু থেকে দৃষ্টি অবনত করলো, যে চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিতে গিয়ে বিনিদ্র থাকলো, ঐ চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে অশ্রু প্রবাহিত করলো।[১৮]

عن عبادة ابن صامت عن النبي ﷺ، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا أذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم

অর্থ: হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা যদি আমাকে ছয়টি জিনিসের প্রতিশ্রুতি দিতে পারো তাহলে তোমাদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিব। কথা বলার সময় সত্য বলো, ওয়াদা

[১৬] হিলয়াতুল আওলিয়া : ১০১/৬
[১৭] আত-তারগিব : ২৯২৫
[১৮] তাবরানী : ১৯, ৪১১

করলে তা পূর্ণ করো, আমানতের যথাযক্ত সংরক্ষণ করো, নিজেদের যৌনাঙ্গ হেফাজত করো, দৃষ্টি অবনত রাখো, অবৈধ কাজ-কর্ম থেকে নিজের হাত গুটিয়ে রাখো।[১৯]

-ইমাম ইবনু কাসির রহি.এর বর্ণনায় اكفل لي ستا اكفل لكم بالجنة এভাবে এসেছে। অতঃপর উপরিউক্ত ছয়টি বিষয় উল্লেখ করেছেন।[২০]

عن أم درداء رضي الله عنهما أن موسي عليه السلام سأل الله تعالي، يا رب من يسكن غدا في حظيرة القدس ويستظل بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، قال' أولاك الذين لا تنظر أعينهم في الزنا ولا يبغون في أموالهم الربي ولا يأخذون علي أحكامهم الرشي، طوبي لهم و حسن مآب

অর্থ: হযরত উম্মে দারদা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা) থেকে বর্ণিত, হযরত মুসা আ. আল্লাহকে প্রশ্ন করলেন, হে প্রতিপালক! আগামীকাল হাযিরাতুল কুদুসে কে বসবাস করবে? কে তোমার ছায়াতলে আশ্রয় পাবে যে দিন তোমার ছায়া ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না? প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলেন, যাদের চোখ যিনায় লিপ্ত থাকবে না, যারা নিজের ধন-সম্পদে সুদ কামনা করবে না, যারা নিজের রায়-সিদ্ধান্তে ঘুষ গ্রহণ করবে না। তাদের জন্য সুসংবাদ ও উত্তম ঠিকানা।[২১]

---

[১৯] মুসতাদরেকে হাকেম : ৮০৬৭
[২০] তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৩৯/৬
[২১] শুয়াবুল ইমান : ৫১২৫

নারীর দৃষ্টি

عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله ﷺ وميمونة فبينا نحن عنده أقبل عبد ابن أم مكتوم رضي الله عنه،وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله ﷺ 'احتجبا منه' فقلت رسول الله ﷺ أليس هو أعمي لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله ﷺ أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه

হযরত উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি এবং হযরত মাইমুনা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) রাসুলের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় তাদের মাঝে অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের আগমন ঘটে। তখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমারা আড়াল হয়ে যাও। তখন আমি বললাম, তিনি কি অন্ধ নয়? তিনি আমাদেরকে দেখতেও পারছেন না, চিনতেও পারছেন না 'প্রত্যুত্তরে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরাও কি অন্ধ? তোমারাও কি তাকে দেখছো না?[২২]

عن أم سلمة رضي الله عنها إنه يكره للنساء أن ينظرن إلي الرجال كما يكره للرجال أن ينظروا إلي النساء

অর্থ: উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, পুরুষের জন্য যেমন নারীদের দিকে দৃষ্টিপাত করা অপছন্দনীয়,অনুরূপ নারীদের জন্য পুরুষদের দিকে দৃষ্টিপাত করা অপছন্দনীয়।[২৩]

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، ما من صباح إلا وملكان ينادیان: ويل للرجال من النساء، ويل للنساء من الرجال

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, প্রতিদিন যখন ফজর সূচিত হয় দুইজন ফেরেশতা চিৎকার দিয়ে বলে, নারীদের কারণে পুরুষদের ধ্বংস, পুরুষদের কারণে নারীদের ধ্বংস'।[২৪]

---

[২২] তিরমিজি : ২৭৭৮
[২৩] কানযুল উম্মাল : ১৩০৭১
[২৪] ইবনে মাজা : ৩৯৯৯

নারীর ফিতনা

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

অর্থ: মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির মোহ তথা নারীগণ, সন্তানাদি, স্বর্ণ-রূপার ভাণ্ডার, প্রসিদ্ধ ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র। এগুলো পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রী। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।[২৫]

-হাদীসে এসেছে,

عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ،

অর্থাৎ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি পুরুষদের জন্য নারী অপেক্ষা ভয়ংকর ফিতনা রেখে যাই নি।[২৬]

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ

অর্থ: হযরত আবু সাইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই দুনিয়া হলো অতি মধুর ও শস্য শ্যামল এক স্থান। আল্লাহ তোমাদেরকে এখানে পাঠিয়ে তোমাদের কৃতকর্ম পর্যবেক্ষণ করেন, সুতরাং তোমরা দুনিয়া ও নারীর মোহ থেকে বেঁচে থেকো, কেননা বনী ইসরাইলের বিশৃঙ্খলা তাদের নারীদের মাঝেই প্রথম শুরু হয়েছিল।[২৭]

---

[২৫] সূরা আল-ইমরান : ১৪
[২৬] বুখারী : ৫০৯৬
[২৭] সহীহ মুসলিম : ২৭৪২

প্রখ্যাত বুযুর্গ বারসিসার ঘটনা

বনী ইসরাইলে একজন অত্যন্ত বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। নাম তার বারসিসা। যিনি দীর্ঘ ৭০ বছর আল্লাহর ইবাদত করেছেন। একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ধ্যানে যিনি কাটিয়েছেন জীবনের প্রায় পুরোটা সময়। কিন্তু শেষ জীবনে এসে তিনি আটকে গেলেন শয়তানের এক কৌশলি ফাঁদে। শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। একবার সে একটা উপযুক্ত সুযোগও পেয়ে গেলো। সে অঞ্চলে একজন মেয়ে হঠাৎ অজানা এক ব্যাধিতে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার পরিবার পরিজন চিকিৎসার জন্য খুব চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কোনোভাবেই আরোগ্য হচ্ছিলো না। এই মুহূর্তে শয়তান সেই অসুস্থ মেয়ের ভাইদেরকে বলল যে অমুক স্থানে একজন বুযুর্গ ব্যক্তি আছেন। তার কাছে নিয়ে গেলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে। ভাইয়েরা তাকে সেই বুযুর্গের কাছে নিয়ে গেল। বুযুর্গ মেয়েটাকে তার ঘরে আশ্রয় দিলেন এবং চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করলেন। মেয়েটি ছিল খুব রূপবতী। শয়তান বুযুর্গকে বিভিন্নভাবে মেয়েটির প্রতি প্ররোচিত করতে লাগল। একসময় সফলও হল। বুযুর্গ মেয়েটির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়লেন এবং তাকে অন্তঃসত্ত্বাও করে ফেললেন। অতঃপর লোক-লজ্জার ভয়ে ও শাস্তির আশঙ্কায় তিনি মেয়েটিকে হত্যা করে ফেললেন।

এদিকে এই মেয়ের তিন ভাই স্বপ্ন যোগে ঘটনার ব্যাপারে অবগত হলো। সবাই ঘুম থেকে উঠে পরস্পর স্বপ্ন বর্ণনা করতে শুরু করলো। তখন সবাই ঘটনার ব্যাপারে নিশ্চিত হলো। তারা ঘটনাস্থলে এসে সেই বুযুর্গকে ধরে ফেলল। তখন সেই বুযুর্গের নিকট শয়তান উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমি সেই ব্যক্তি যে তোমাকে পথভ্রষ্ট করেছে। আর তোমাকে এই অবস্থা থেকে আমি ছাড়া আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। সুতরাং তুমি আমাকে সেজদা করো, তাহলে আমি তোমাকে উদ্ধার করব।" তখন বুযুর্গ ব্যক্তি শয়তানকে সেজদা করে বসলেন। কিন্তু শয়তান তার কথা রাখলো না বরং তার থেকে বিমুখ হয়ে গেল।

অতঃপর মেয়েটির পরিবার তার শাস্তি কামনা করলে, শাষকগোষ্ঠী তার শিরচ্ছেদ করল। এককালের সৎ, আদর্শবান, খোদাভীরু বুযুর্গ একজন নারীর মোহে পড়ে লাঞ্ছিত-অপদস্থ ও ইমানহারা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন।*

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي
بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: তার উপমা শয়তানের মতো। শয়তান বলল কুফুরি করো, যখন কুফরি করলো, শয়তান বলল, আমি তোমার থেকে মুক্ত, আমি উভয় জাহানের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।[২৮]

* আল-বিদায়া ও নিহায়া।

[২৮] সূরা হাশর : ৩/৪৪,

সালেহ আল-মুয়াজ্জিন ও খ্রিস্টান যুবতী

ইরাকে সালিহ নামক একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। যিনি দীর্ঘ ৪০ বছর মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিলেন। মানুষকে আহ্বান করেছেন নামাজের দিকে, কল্যাণের দিকে। তার সততা, নিষ্ঠা ও খোদাভীরুতা লোকমুখে প্রসিদ্ধ ছিল।

একবার তিনি মিনারে উঠে আযান দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আকস্মিক তার দৃষ্টি পড়ল এক খ্রিস্টান যুবতীর উপর। সাথে সাথে তিনি মেয়েটির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লেন, আর তার পিছু নেওয়া শুরু করলেন। এক পর্যায়ে তিনি মেয়েটির ঘরের দরজায় এসে কড়া নাড়লেন।

-মেয়েটি ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল কে?

-মুয়াজ্জিন বলল, আমি সালিহ্ মুয়াজ্জিন।

মেয়েটি নির্দ্বিধায় দরজা খুলল। আর দরজা খোলার সাথে সাথে সালিহ তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

-মেয়েটি বললো, আপনারা তো মুসলমান। আপনারা তো আমানত রক্ষাকারী। তাহলে খিয়ানত করছেন কেন?!

-সালিহ কর্কশ কণ্ঠে বললো, তুমি আমার চাহিদা পূরণ করো, অন্যথায় আমি তোমার শিরচ্ছেদ করবো।

-মেয়েটি বললো, আপনি যদি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেন তাহলে আমি আপনার চাহিদা পূরণ করব।

-সালিহ বললো, আমি ইসলাম পরিত্যাগ করলাম, এবং যে শরিয়ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এনেছেন তা থেকে আমি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত।

-মেয়েটি বলল, আপনি আপনার স্বার্থ হাসিলের জন্য এসব কৌশল অবলম্বন করছেন। স্বার্থ হাসিল হয়ে গেলে আপনি আবার নিজের ধর্মে ফিরে যাবেন।

তাই আপনি শুকোরের মাংস ও মদ পান করে দেখান, তাহলে আমি বুঝবো আপনি সত্যি সত্যি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন।

সালিহ মাংস আহার করে বসলো এবং মদ্যপান করলো।

-অতঃপর মেয়েটি দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, চলেন, ছাদে যাই, বাবা আসলে তিনি আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করবেন।

সালিহ ততক্ষণে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেছেন। সেই অবস্থায়ই তিনি ছাদে উঠলেন এবং একপর্যায়ে ঘোরপাক খেতে খেতে ছাদ থেকে পড়ে গেলেন। আর তাৎক্ষণিক তার মৃত্যু হলো।

এভাবেই একজন সৎ, ইমানদার, খোদাভীরু মুয়াজ্জিন এক বিধর্মী নারীর সৌন্দের্যের মোহে পড়ে ঈমানহারা অবস্থায় নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করলেন।

এক অদ্ভূতপূর্ব ঘটনা

ঘটনাটি এমন এক যুগের, যখন মানুষের জীবন ছিল ধার্মিকতা, বিশ্বাস এবং ন্যায়পরায়ণতায় পরিপূর্ণ । প্রতিটি শহরে-নগরে-গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য ওলামা ও ধর্মপ্রাণ লোকের বাস ছিল।

গল্পটা বাগদাদের। সেসময়ে বাগদাদে ইসলামী অনুশাসন চালু ছিল। তখনকার বাগদাদ ওলামা, ফকীহ্, হাদীস বিশারদ এবং ওলি-আউলিয়াদের পদচারণায় মুখরিত ছিল। এই সমস্ত গুণীজনদের একজন হলেন আবু আবদুল্লাহ আন্দালুসী (রহ.)। যার বাগদাদে ত্রিশটি খানকাহ্ (আধ্যাত্মিকতা অনুশীলনের স্থান) ছিলো। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন সুপরিচিত আলেম ও মুহাদ্দিছ। তাঁর শিষ্যের সংখ্যা ছিল ১২,০০০। তিনি ৩০,০০০ হাদীসের হাফেজ ছিলেন এবং বিভিন্ন "ক্বিরাতে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারতেন।

একবার তিনি তাঁর মুরিদদের সাথে নিয়ে সফরে বের হলেন। তার অসংখ্য শিষ্যদের মধ্যে জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) এবং শিবলী (রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত শিবলী (রহ.) ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, "আমাদের কাফেলাটি বেশ সুন্দরভাবে, নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে যাত্রা করছিল যতক্ষণ না আমরা এমন একটি অঞ্চলে পৌঁছলাম যেখানে খ্রিস্টানরা বাস করত। ইতিমধ্যে নামাজের সময় হলো, কিন্তু কোথাও পানি না পেয়ে আমরা নামাজ আদায় করতে পারছিলাম না। তাই আমরা যখন খ্রিস্টান মহল্লায় পৌঁছলাম তখন পানির খোঁজে বের হলাম। আমরা গ্রামে ঘুরে দেখলাম যে সেখানে অনেক মন্দির, সূর্য-উপাসনার বেদী, উপাসনালয় এবং গীর্জা রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ সূর্যের উপাসনা করছিলো, কেউ আগুনের উপাসনা করছিলো, আবার কেউ কেউ ক্রুশের কাছে তাঁদের আর্জি পেশ করছিলো। আমরা এই সমস্ত কিছু পেরিয়ে যখন শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছলাম, তখন সেখানে আমরা একটি কূপ দেখতে পেলাম। সেখানে কতগুলি মেয়ে খাবার পানি সংগ্রহের জন্য কূপ থেকে পানি তুলছিলো।"

শায়খ আবু আবদুল্লাহর আন্দালুসি (রহ.)-এর দৃষ্টি ঐ মেয়েদের মধ্যে এমন এক মেয়ের উপর পড়ল যে সবার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলো। তার রূপ-লাবণ্য,

সুষমা পোশাক-পরিচ্ছেদ ও সাজসজ্জার দরুন অন্যান্য মেয়েদের থেকে তাকে সহজেই আলাদা করা যাচ্ছিলো। শায়খ (রহ.) অন্য মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঐ মেয়েটি কে? তারা জবাব দিল, "সে আমাদের গোত্রপ্রধানের মেয়ে। শায়খ (রহ.) জানতে চাইলেন, তাহলে তার পিতা কেন তাকে দিয়ে পানি নেয়ার কাজ করাচ্ছে? মেয়েরা জবাব দিলো: "তিনি চান না যে তার মেয়ে শুধু চারপাশে ঘুরে বেড়াবে আর তার বাবার সহায়-সম্পত্তি নিয়ে বড়াই করবে!"

হযরত শিবলী (রহ.) বলেন," তারপর শায়খ (রহঃ) মাথা নিচু করে বসে রইলেন এবং তিন দিনের মত চুপচাপ বসে বসে বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন শুধু নামাজের সময় হলে তিনি নামাজ আদায় করে নিতেন।

তৃতীয় দিন আমি তার পরিস্থিতি সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে তার সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি বললাম, " শায়খ, আপনার মুরিদরা আপনার এই নিরবতায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, উৎকন্ঠিত ও বাকরুদ্ধ । আমাদের সাথে কথা বলুন। সমস্যাটা কী আমাদের বলুন।"

শায়খ (রহঃ) জবাব দিলেন: "আমার প্রিয় সাথীরা! আমি আর কতক্ষণ আমার অবস্থা তোমাদের কাছে গোপন রাখতে পারি? গতকালের আগের দিন আমরা যে মেয়েটিকে দেখেছি তার প্রতি আমার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই ভালবাসা আমাকে এতটাই আচ্ছন্ন করেছে যে এটি আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছে। কোন অবস্থাতেই এ-স্থান ছেড়ে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। "

হযরত শিবলী (রহঃ) জবাব দিলেন: "আমাদের প্রিয় শায়খ! আপনি সমস্ত ইরাকের আধ্যাত্মিক নেতা, আল্লাহর ওলী। আপনি আপনার তাকওয়া, জ্ঞান এবং গুণাবলী জন্য সুপরিচিত, সকলের নিকট সমাদৃত। আপনার শিষ্যদের সংখ্যা ১২,০০০ এরও বেশি। আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার এই অবস্থান যেন আমাদের অপদস্থ না করে! শায়খ (রহ.) তখন জবাব দিলেন, "আমার প্রিয় বন্ধু, তোমার এবং আমার ভাগ্য ইতিমধ্যে তাকদ্বীরের মাধ্যমে ফয়সালা হয়ে গেছে। আমার কাছ থেকে সুফিত্বের পোশাক এবং হেদায়েত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। যা পূর্বনির্ধারিত ছিল তা ঘটে গেছে। এখন আর আমি কিছুই নই, শূন্য। এই বলে শায়খ (রহ.) কাঁদতে লাগলেন।

অগত্যা শায়খকে (র.) কে ওখানে রেখেই আমাদেরকে বাগদাদে ফিরতে হলো। আমাদের ফিরে আসার কথা শুনে, শহরের উপকণ্ঠে শায়খ (রহ.) - এর সাথে দেখা করার জন্য প্রচুর লোক সমাগম হলো। তারা তাদের প্রাণের শায়েখকে (র.) না দেখে ব্যাকুল হয়ে আমাদেরকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। আমরা তাদের পুরো ঘটনাটি জানালাম। তারা অত্যন্ত শোকাহত হলো এবং কান্নাকাটি শুরু করে দিল। অনেকে শায়খ (রহঃ) এর হেদায়েতের জন্য এবং তাঁকে তাঁর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলো। এরই মধ্যে সমস্ত খানকাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

এক বছর পরের কথা। আমরা তখনও শাইখের (রহ.) করুণ অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এবং তখন আমরা সেই শহরটি আবার দেখার এবং তিনি কেমন আছেন তা খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমাদের একটি দল ফিরে এসে জানাল যে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। সেখানে তিনি শূকরপালের দেখাশোনা করছেন। আমরা বলছিলাম: "আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন! কি হয়েছে? কেন তিনি এসব করছেন? তারা জানালঃ "গ্রামবাসীরা আমাদের বলেছিল যে সে গ্রামপ্রধানের মেয়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। মেয়ের বাবা এই শর্তে প্রস্তাবটি মেনে নিয়েছিলেন যে তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করবেন এবং তার শূকরের পালের দেখাশোনা করবেন।"

সব শুনে আমাদের চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকে, আমরা সেই মহল্লায় গিয়েছিলাম যেখানে তিনি শূকর পালন করছিলেন। আমরা তাঁর গলায় একটি খৃস্ট-জপমালা দেখতে পেলাম। তিনি একটি লাঠির উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে শূকরগুলিকে পাহারা দিচ্ছিলেন। আমাদের চোখে ভেসে উঠল ঠিক একই ভঙ্গিতে লাঠির উপর ঝুঁকে শায়খ (র.) আমাদের সামনে খুৎবা পাঠ করতেন। আমাদের কাছে এই দৃশ্য ছিল অনেক মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক।

তিনি আমাদেরকে দেখে লজ্জায় মস্তক অবনত করলেন। আমরা তার নিকটে গিয়ে বললাম "আসসালামু আলাইকুম।" তিনি জবাব দিলেন: "ওয়ালাইকুমুস সালাম। অতঃপর হযরত শিবলী (রহঃ) জিজ্ঞাসা করলেন: "শায়খ, (রহঃ) আপনার এত ইলম ও আমল থাকা সত্ত্বেও আপনার এই দুরবস্থা কেনো হলো?" শায়খ (রহঃ) জবাব দিলেন, "আমার ভাইয়েরা! আমি এখন আমার নিজের

পছন্দ আর ইচ্ছায় চালিত হচ্ছি না। আল্লাহ আমার জন্য যা কিছু ইচ্ছা করেছেন, তাই তিনি আমার সাথে করছেন। আমাকে তাঁর দরজার কাছে টেনে নেওয়ার পরে, তিনি এখন আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। কে আছে যে আল্লাহর হুকুমকে পাল্টে দিতে পারে? হে আমার ভাইয়েরা, আল্লাহর শক্তি ও ক্রোধকে ভয় করো।নিজের জ্ঞান ও গুণাবলী সম্পর্কে কখনও অহংকারী হয়ে উঠবে না। "অতঃপর তিনি আকাশের দিকে ফিরে বললেন:" হে আমার রব, আমি কখনও ভাবিনি যে আপনি আমাকে এত লাঞ্ছিত করবেন এবং আমাকে আপনার দরজা থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। " অতঃপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলেন।

শায়খ (রহঃ) -কে এমন হতাশায় দেখে এবং কোনো উপায় করতে না পেরে তারা বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তবে পথিমধ্যে তারা যখন দেখলেন যে তাদের সামনে শায়খ (রহ.) একটি নদী থেকে বের হচ্ছেন, যেখানে তিনি সবে গোসল করেছিলেন। আর তিনি উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।"

শায়খ আবু আব্দুল্লাহ (র.) তাদের কাছে পবিত্র পোশাক চাইলেন। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করে তার ভক্ত ও অনুসারীদের দিকে ফিরলেন। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো তাকে কেন ওই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হলো ? শায়খ (রহঃ) জবাব দিয়েছিলেন: "যখন আমরা গ্রামে পৌঁছে মন্দির, উপাসনালয় এবং গীর্জা দেখেছি এবং আমরা অগ্নি-পূজাকারীদের আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাসনায় ব্যস্ত থাকতে দেখেছি, তখন আমার অন্তরে একটা অহংকার আসে। আমি ভাবছিলাম যে এই মানুষগুলি কত বোকা-নির্বোধ। তাই এইসব প্রাণহীন জিনিসের উপাসনা করছে। সেই সময় আমি আমার ভিতরে একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম: "এই ঈমান যার বড়াই তুমি করছো তা তোমার কোনো নেক আমল বা ধার্মিকতার ফল নয়। এটা নিছক তোমার উপর আমার অনুগ্রহ! তুমি ভেবোনা তুমি নিজের ইচ্ছায় বা পছন্দে তোমার বিশ্বাসে(ঈমানে) উপনীত হয়েছো। আর এখন এই লোকদের তাচ্ছিল্য করছ! এবং তুমি যদি চাও, আমি এখনই তোমাকে পরীক্ষা করব। "সেই মুহূর্তে আমি অনুভব করলাম যেন কোনও ছোট্ট পাখি আমার হৃদয় ছেড়ে চলে গেলো। আসলে এটি ছিল আমার ঈমান।

হযরত শিবলী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন: "এরপরে আমাদের কাফেলা আনন্দঘন পরিবেশে বাগদাদে পৌঁছলো। শায়খ (রহ.) ইসলামে ফিরে এসেছিলেন বলে তাঁর মুরিদরা সবাই অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। পুনরায় তিনি তাসাউফ, তাফসীর এবং হাদিসের পাঠদান কার্যক্রম শুরু করেন। খানকাহ্‌গুলি আবার খুলে দেওয়া হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তার শিষ্যের সংখ্যা ৪০,০০০ ছাড়িয়ে যায়।"

উপরিউক্ত ঘটনাত্রয় থেকে সহজেই অনুমেয় হয় যে, নারীর ফিতনা কতটা মারাত্মক। এই ফিতনার ফাঁদে পা রেখেছে কালের বড় বড় কিংবদন্তীরা। ঘটনাত্রয়ে রয়েছে অনেক শিক্ষার উপাদান। নারীর ফিতনা থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে, তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে এবং কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে উত্তম জীবনাদর্শের প্রার্থনা করতে হবে।

(সংক্ষেপিত)

বালকদের সংস্পর্শ সম্পর্কে

عن شعبي رحمه الله ، قدم وفد عبد القيس علي رسول الله ﷺ وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه وراء ظهره

হযরত শা'বী রহ. থেকে বর্ণিত, আব্দুল কাইসের একটি প্রতিনিধি দল আল্লাহর রাসুল ﷺ এর কাছে আসলেন। তাদের মধ্যে একজন দাড়িবিহীন উজ্জ্বল বালক ছিলো। রাসুল ﷺ তাকে আড়াল করে রাখলেন।[২৯]

عن أبي هريرة رضي الله عنه، نهي رسول الله ﷺ أن يحد الرجل النظر ألي الغلام الأمرد

হযরত আবু হুরাইরা রাযি.হতে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বালকদের প্রতি কুদৃষ্টি দিতে নিষেধ করছেন।

একজন তাবেয়ী বলেছেন, একজন উপাসনাকারী যুবকের উপর হিংস্র প্রাণীর আক্রমণের চেয়ে তার পাশে কোন বালকের বসে থাকা অধিক ভয়ানক।[৩০]

তিনি আরো বলেছেন, ধনী ব্যক্তিদের সন্তানদের সাথে উঠাবসা করো না। কেননা, তাদের রূপ-আকৃতি নারীদের মতোই হয়ে থাকে। তারা কুমারী নারী অপেক্ষা অধিক ফিতনা।[৩১]

হযরত নজীব বিন সারী রাহি. বলেন, তোমাদের কেউ যেন দাড়িবিহীন বালকের সাথে রাত্রিযাপন না করে (কেননা, তাতে শয়তানের প্রতারণা ও ফিতনার আশংকা রয়েছে।[৩২]

হযরত আবু সাহল রাহ. বলেন, অতিসত্বর এই উম্মতের মাঝে এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যাদেরকে গর্হিত কাজের কারণে লূতী বলে সম্বোধন করা হবে। তারা মূলত তিন ধরণের হবে। এক. যারা শুধুমাত্র

---

[২৯] ১০৬, যাম্মুল হাওয়া, ইমাম ইবনুল জওযী রাহি.
[৩০] শুয়াবুল ইমান : ৫০১৩
[৩১] শুয়াবুল ইমান : ৫০১৪
[৩২] শুয়াবুল ইমান : ৫১৫

অবলোকন করবে, দুই. যারা হাত মেলাবে ও উঠাবসা করবে, তিন. যারা গর্হিত কাজে নিবৃত্ত হয়ে পড়বে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহি.বর্ণনা করেন, একবার সুফিয়ান সাওরী র. গোসলখানায় প্রবেশ করলে সেখানে একজন সুদর্শন বালকও এলো, তখন তিনি বলে উঠলেন-'তাকে বের করো! কেননা, আমি একজন মহিলার সাথে একটি শয়তান দেখতে পাই, কিন্তু একজন বালকের সাথে দশের অধিক শয়তান দেখতে পাই।[৩৩]

হযরত ইবরাহিম নাখয়ী রহি. বলেন, পূর্বসূরিদের নিয়ম-নীতি ছিলো-তাঁরা সম্রাটদের কচিকাঁচা ছেলেদের সাথে উঠাবসা করা থেকে বারণ করতেন। কেননা, তাদের সাথে উঠাবসা করা ফিতনা। তারাও মেয়েদের মতো।[৩৪]

হযরত আব্দুল আযীয বিন সাইব রাহ. বলেন, আমি একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য সত্তরজন কুমারী মেয়ে অপেক্ষা একজন বালকের ফিতনার আশংকা বেশি করি।[৩৫]

হযরত আতা বিন মুসলিম বর্ণনা করেন,হযরত সুফিয়ান সাওরী রহি.তাঁর মাজলিসে কোন দাঁড়িবিহীন বালককে উঠাবসার সুযোগ প্রদান করতেন না।

হযরত ফাতহুল মুসিলী রাহ. বলেন, আমি ত্রিশ জন শায়খের সংস্পর্শে কাটিয়েছি। প্রত্যেকে আমাকে বিদায়ের সময় ওসিয়ত করেছেন, বালকদের সংস্রব থেকে দূরে থেকো'।

---

[৩৩] শুয়াবুল ইমান : ৫২১
[৩৪] যাম্মুল হাওয়া : ১০৮
[৩৫] যাম্মুল হাওয়া : ১০৮

আকস্মিক দৃষ্টিপাতের হুকুম

যদি কোন বেগানা মহিলার উপর আকস্মিক দৃষ্টি পড়ে যায়, তাহলে তা ক্ষমাযোগ্য, কোন ধরপাকড় করা হবে না। তার জন্য তিনটি শর্ত আছে। যথা- এক. প্রথমবারের মতো অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টি হতে হবে। দুই. তাৎক্ষণিক দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে হবে। তিন. দ্বিতীয় বার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারবে না। এই তিন শর্তসাপেক্ষে দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ক্ষমাযোগ্য।

এই সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস নিম্নরূপ :

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، سألت النبيﷺ عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري

হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আকস্মিক দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে তাৎক্ষণিক দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ করেছেন।[৩৬]

عن علي رضي الله عنه، أن النبي ﷺ، قال يا علي، إن لك كنزا من الجنة، وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولي وليست لك الآخرة

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আলী! তোমার জন্য জান্নাতে ভাণ্ডার রয়েছে। নিশ্চয় তুমি তার দুই প্রান্তবিশিষ্ট হবে। এক দৃষ্টির পর অন্য দৃষ্টির পিছু নিয়ো না। কেননা, তোমার জন্য প্রথম দৃষ্টি ক্ষমাযোগ্য, কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি নয়।[৩৭]

---

[৩৬] তিরমিজি : ২৭৭৬
[৩৭] মুসনাদে আহমদ : ১৩৭৩

عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال، ما من مسلم إلي محاسن امرأة أول مرة، ثم يغض بصره إلا أحدث الله عبادة يجد حلاوته في قلبه

হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন মুসলমান কোন নারীর সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে তাৎক্ষণিক দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে এর পরিবর্তে এমন প্রতিদান দিবেন যার স্বাদ সে আস্বাদন করতে পারবে।

عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ، النظرة الأولي خطأ والثانية عمد والثالثة تدمر نظر المؤمن المرأة سهم من سهام إبليس من تركها من خشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله بذلك عبادة تبلغه لذته

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রথম দৃষ্টি ভুলবশত হয়ে থাকে (ভুলের কারণে ক্ষমাযোগ্য, ধরপাকড় করা হবে না।), দ্বিতীয় দৃষ্টি ইচ্ছাকৃত, আর তৃতীয় দৃষ্টি ধ্বংসাত্মক। মুমিন ব্যক্তির জন্য কোন নারীর দিকে কুদৃষ্টি দেওয়া, তা ইবলিসের তীরসমূহের মধ্য থেকে একটি তীর। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ও প্রতিদানের আশায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তার পরিবর্তে তাকে এমন প্রতিদান দান করা হবে যার স্বাদ সে নিজে আস্বাদন করতে পারবে।[৩৮]

---

৩৮ হিলয়াতুল আওলিয়া : ৬/১১০

কুদৃষ্টির বিবিধ রূপ

রাস্তায় চলাচলকারী কোন নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করাই একমাত্র কুদৃষ্টি নয়, বরং কুদৃষ্টির আরও বহুবিধি রূপ আছে, বর্তমান সমাজে সেগুলোর প্রসারও দিন দিন বাড়ছে, ফলে সাধারণ মুসলমান অনেক ক্ষেত্রেই না জেনে না বুঝে বিভিন্ন প্রকার গুণাহে লিপ্ত হচ্ছে।

বর্তমান সমাজে প্রচলিত কুদৃষ্টিগুলোর নতুন রূপের মধ্য থেকে কিছু বর্ণনা করা হলো-

১. বিভিন্ন সাইনবোর্ডে মেয়েদের নগ্ন ও অর্ধনগ্ন ছবি চিত্রিত করে ঝুলিয়ে রাখা হয়। রাস্তা-ঘাটে চলতে-ফিরতে মানুষের তাতে নজর পড়ে। এগুলোকে আমরা পাপাচার মনে করি না, অথচ এটাও কবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত।

২. বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রী ও খাদ্যদ্রব্যের মোড়কে নারীদের ছবি চিত্রিত থাকে, সেগুলো বেচাকেনা বা ব্যবহার করার সময় দৃষ্টিগোচর হয়। সেদিকে তাকিয়ে থাকাও গুণাহ।

৩. পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও জার্নালে মেয়েদের ছবি দেওয়া হয়। সেদিকে তাকিয়ে থাকাও কুদৃষ্টির অন্তভুক্ত। এটা এখন ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে।

৪.টিভিতে বিভিন্ন ইসলামী প্রোগ্রামের নামে দামী পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত মেয়েদেরকে উপস্থাপন করা হয়। ইসলামী প্রোগ্রাম নাম দিয়ে এতে মুসলমানদের প্রতারিত করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে অনেক খোদাভীরু মানুষও নারীর মোহে গুণাহের ভাগীদার হচ্ছে।

৫. সাম্প্রতিককালে কুদৃষ্টির সবচে' বড় আয়োজন, উপকরণ ও ফিতনা হলো টিভি, মোবাইল ও ইন্টারনেট জগত। আবাল, বৃদ্ধ, যুবক, বণিতা সবাই গুণাহের এই নব-উদ্ভাবিত ফাঁদে নিজের অজান্তেই পা ফেলছে। যেখানে অসুস্থ বিনোদনের নামে ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন অরুচিকর চিত্র বা ভিডিও দেখা এখন অনেকটা সহজলভ্য।

তাই এই কঠিন মুহূর্তে নিজের দৃষ্টিকে হেফাজত করা এক জটিল পরীক্ষা, যারা এই পরীক্ষায় নিজেকে সংযত ও নিরাপদ রাখছেন, তারাই সফলকাম

এবং প্রকৃত খোদাভীরু। তাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে এই ফিতনা থেকে রক্ষা করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। ইনশা আল্লাহ

আর যারা কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। মুভি, নাটক, গান-বাজনা ইত্যাদিতে সর্বক্ষণ বুঁদ হয়ে আছেন। তারা বড়ই দূর্ভাগা। এই ছোট ছোট গুণাহের ঢেউ তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে ফেলবে এক মহাপাপ-সমুদ্রে। যেখান থেকে তীরে ফেরার আর কোনো পথ থাকবে না। তাই সময় থাকতে চলুন আমরা এই কুদৃষ্টির জোয়ার থেকে নিজেদেরকে হেফাজত রাখি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

৬. অনেক সময় টেলিভিশনে নারী উপস্থাপিকার মাধ্যমে খবর সম্প্রচার হয়। সেদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে খবর শোনাও গুণাহের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু আমরা নির্দ্বিধায় এই গুণাহ করছি। অনেকে আবার এর স্বপক্ষে ঠুনকো যুক্তিও দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি। আমাদের মনে রাখতে হবে, কুদৃষ্টি একটি পা আর এই পাপের পক্ষে সাফাই গাওয়া মহাপাপ।

৭. অনেক অঞ্চলে বিয়ে-শাদি উপলক্ষ্যে নব দম্পতির ঘরে বিভিন্ন ছবির এলবাম ঝুলিয়ে রাখা হয়। এটাও একটা গুণাহের উপলক্ষ্য এবং অনুচিত কাজ। আমাদেরকে এসব থেকে বিরত থাকতে হবে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে।

৮. কুদৃষ্টি যেভাবে নারীদের দিকে দৃষ্টিপাত করার কারণে হয় তেমনিভাবে সুন্দর বালকদের দিকে দৃষ্টিপাত করার কারণেও থেকে পারে। হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে যার বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ করা করা হয়েছে।

সমাধান?

যদি কখনো ভুলবশত দৃষ্টির মাধ্যমে গুণাহ হয়ে যায়। তাহলে একনিষ্ঠভাবে অনুশোচনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কেননা, তিনি তো পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। যেমনটি তিনি এরশাদ করেছেন-

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

অর্থ: যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করল বা নিজের উপর জুলুম করল, অতঃপর সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইল। অবশ্যই সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল ও দয়ালুরূপে।[৩৯]

যদি মনের মধ্যে কোন চাহিদার উদয় হয় তাহলে বৈধরূপে নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই শ্রেয়, যা নিম্নোক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়-

عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، كان رسول الله ﷺ جالسا في أصحابه فدخل، ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا يا رسول الله ﷺ قد كان شيء قال: أجل، مرت بي فلانة فوقعت في قلبي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها، فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال

অর্থ: হযরত আবি কাবসা আনমারী রাযি.হতে বর্ণিত, রাসুল ﷺ স্বীয় সাহাবাদের মাঝে বসে ছিলেন। হঠাৎ তিনি ﷺ বেরিয়ে পরলেন এবং এক সময় গোসল করলেন। অতঃপর আমরা জিজ্ঞেস করলাম,'ইয়া রাসুলুল্লাহ! কোন কাজ এসেছে?' প্রত্যুত্তরে রাসুল ﷺ বলেন, অমুক মহিলা আমার পাশে অতিক্রম করার কারণে অন্তরে চাহিদা উদয় হয়েছে। তাই আমি সহধর্মিণীর কাছে গিয়ে চাহিদা চরিতার্থ করেছি। অতঃপর রাসুল ﷺ বলেন, তোমরাও এমন করবে যদি তোমাদের সাথে এমন ঘটে। কেননা, আমলসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হলো হালালের সংস্পর্শে আসা অর্থাৎ বৈধভাবে নিজের চাহিদা চরিতার্থ করা।[৪০]

[৩৯] সূরা নিসা : ১১০
[৪০] মুসনাদে আহমদ : ১৮০২৭

বেঁচে থাকার উপায়

নিম্নে কুরআন, হাদীস ও আসলাফের বাণীর আলোকে কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার উপায় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তদানুযায়ী আমল করলে কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে দুআ করা। হে আল্লাহ! আমি কুদৃষ্টি থেকে বাচঁতে চাই। আপনার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছি। হে আল্লাহ! আমার দৃষ্টি পরিশুদ্ধ করে দিন।

নিম্নে হাদীসে বর্ণিত কয়েকটি দুআ উল্লেখ করছি যা সকাল-সন্ধ্যায় পড়া অপরিহার্য। তাহলে কুদৃষ্টি থেকে আল্লাহ তায়ালা হিফাজত করবেন, ইনশাআল্লাহ।

اَللّٰهُمَّ إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার শ্রবণের অনিষ্ট থেকে, আমার দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে, আমার জবানের অনিষ্ট থেকে, আমার অন্তরের অনিষ্ট থেকে ও আমার লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে।[৪১]

اللّٰهُمَّ طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার অন্তর নিফাক থেকে, আমার আমল লৌকিকতা থেকে,আমার জবান মিথ্যা থেকে ও আমার চক্ষু খিয়ানত থেকে পরিশুদ্ধ করুন। কেননা, আপনি চক্ষুর খিয়ানত ও অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।[৪২]

"اَللّٰهم أصلح لي سمعي وبصري"

হে আল্লাহ! আমার শ্রবণ ও দৃষ্টি সংশোধন করে দাও।[৪৩]

---

[৪১] আবু দাউদ : ১৫৫১, তিরমিজি : ৩৪৯২

[৪২] তাবরানি : ২৫৮

[৪৩] আল-আদবুল মুফরাদ : ৬৪৮

দৃষ্টি অবনত রাখা

আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

অর্থাৎ, মুমিনদেরকে বলুন তারা যেন দৃষ্টি অবনত রাখে।[৪৪]

আয়াতের উপর আমল করার পদ্ধতি হলো, সর্বদা নিজের দৃষ্টি অবনত রাখার চেষ্টা করা, দিক বিদিক দৃষ্টিপাত করা থেকে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা করা। রাস্তায় চলার সময় দৃষ্টির হেফাজত করা। বিশেষত, যেখানে নগ্নতা ও পর্দাহীনতায় ছেয়ে গেছে সেখানে দৃষ্টি হিফাযত রাখা বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যারা সর্বদা রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত তাদের জন্য দৃষ্টি হেফাযত রাখা দুষ্কর। কেননা, মানুষের বড় শত্রু শয়তান সর্বদা মানুষকে গুণাহের দিকে প্ররোচিত করতে ওঁৎ পেতে বসে আছে। আল্লাহ তায়ালা যখন তাকে অবাধ্যতার কারণে অভিশম্পাত করলেন, তখন সে শপথ করে বলল,

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করবো, সম্মুখ থেকে, পশ্চাৎ থেকে, ডান পাশ থেকে ও বাম পাশ থেকে।[৪৫]

উক্ত আয়াতে সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপর ও নিচের দিকে কথা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, উপর দিক থেকে আল্লাহর রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয় আর নিচের দিক থেকে শয়তান প্রতারিত করতে পারে না।[৪৬]

---

৪৪ সূরা আন-নূর : ৩০
৪৫ সূরা আরাফ : ১৭
৪৬ তাফসীরে বায়যভী

সুতরাং, কুদৃষ্টি থেকে বাঁচতে চাইলে উপর দিকে দেখতে হবে অথবা নিচের দিকে। উপর দিকে দৃষ্টিপাত করে চলাফেরা করার সুযোগ নেই। তাই দৃষ্টি অবনত রেখে চলাফেরা করলে শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ।

রাস্তাঘাটে উঠাবসা না করা। যথাসম্ভব নিজেকে গৃহে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হওয়া। হাদীসে এসেছে,

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك وابك على خطئتك

হযরত উকবা বিন আমের রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! মুক্তির উপায় কী? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, তুমি নিজের জবানকে সংযত রাখো, তোমার গৃহকে তোমার জন্য প্রশস্ত রাখো এবং পাপের জন্য ক্রন্দন করো।[৪৭]

উক্ত হাদিসে গৃহ প্রশস্ত হওয়ার অর্থ হলো, নিজের পরিবার-পরিজনের সাথে গৃহে অবস্থান করা, অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হওয়া। অযথা রাস্তাঘাটে বসে থাকার ব্যাপারে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে,

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ر سول الله ﷺ ،وإياكم والجلوس بالطرقات قالوا :يا رسول الله ﷺ، ما لنا من مجالس نأبد نتحدث فيها، فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال: غض البصر وكف الأذى والأمر بالعرف والنهي عن المنكر

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদুরি রাযি.হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা রাস্তাঘাটে উঠাবসা করা থেকে বিরত থেকো। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া

[৪৭] তিরমিজি : ২৪০৬

রাসুলুল্লাহ! একান্ত প্রয়োজনে আলাপ-আলোচনার জন্য বসতে হলে তখন কী করবো? প্রত্যুত্তরে রাসুল ﷺ বলেন, মজলিসে যদি অবশ্যয় বসতে হয় তাহলে রাস্তার হক আদায় করো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন,রাস্তার হক কী? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎকাজ থেকে বারণ করা।[৪৮]

উক্ত হাদিসে রাসুল ﷺ রাস্তাঘাটে উঠাবসা থেকে বারণ করেছেন। একান্ত প্রয়োজনে বসতে হলে করণীয় কী তা শিক্ষা দিয়েছেন।

[৪৮] সহীহ বুখারী : ৬২২৯

নারীদের সাথে আলাপ-আলোচনা

একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নারীদের সাথে আলাপ-আলোচনা নিষেধ। হাদীসে এসেছে,

عن سعد بن مسعود، عن النبي ﷺ، إياكم ومحادثة النساء فإنه لا يخلو رجل بامرأة ليس لها محرم إلا هم بها

হযরত সাদ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,তোমরা নারীদের সাথে আলাপ-আলাপন থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, যে কোন পুরুষ কোন মাহরাম ব্যতীত মহিলার সাথে একান্তে সময় কাটালে তার অন্তরে অবশ্যই খাহেশ উদয় হবে।[৪৯]

বিশেষত, যখন উন্মুক্তভাবে রসিকতার আলাপ করবে তখন এর কদর্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এটাও অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার উচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। আলাপ-আলোচনার কারণে কুদৃষ্টিও হয়ে থাকে। এ সুযোগে শয়তান আরও কুমন্ত্রণা দিতে থাকে এবং এক পর্যায় জাহান্নামের অতল গহ্বরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

সুতরাং, কুদৃষ্টি ও কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে নারীদের সাথে আলাপ-আলোচনা থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় এ ফিতনায় ফেঁসে যাওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে।

হ্যাঁ, যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তাহলে দৃষ্টি অবনত রেখে কর্কশ শব্দে কথাবার্তা বলবে।

---

[৪৯] কানযুল উম্মাল : ১২০৫৯

দ্রুত বিয়ে করা

কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার কার্যকর উপায় হচ্ছে যথাসম্ভব দ্রুত বিয়ে-শাদি করা। কেননা, হাদীস মতে বিয়ে দৃষ্টিকে অবনত রাখে। হাদীসে এসেছে,

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فاليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন, হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে সক্ষম, তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা, তা দৃষ্টি অবনত রাখে ও লজ্জাস্থান হেফাযত রাখে। যারা বিয়ে করতে অক্ষম, তাদের জন্য রোযা রাখা সমীচীন। কেননা, রোযা প্রবৃত্তিকে প্রশমিত করে।[৫০]

বড়ই পরিতাপের বিষয়, ইদানীং লোকজন ক্রমান্বয়ে বিয়ে-শাদি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, বিয়ে-শাদিকে ভারী বোঝা মনে করছে। আধুনিক এই সমাজে বিয়ে কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশিদের নিয়ে বড়সড় আয়োজন, কৃত্রিম অনুষ্ঠান ও বিবিধ আয়োজন করা বিয়ের জন্য বর্তমানে বাধ্যতামূলক একটি প্রথা। ফলে মানুষের মনে বিয়ের প্রতি এক ধরণের অনাগ্রহ তৈরি হয়েছে। আর যাবতীয় কুসংস্কার, কু-প্রথা ও অজ্ঞতা তো আছেই। ইসলামী আদর্শ থেকে দূর হতে হতে আজ আমরা এমন স্থানে এসে পৌছেছি, যেখানে ইসলামে প্রকৃত বিধান মানাটাই এখন এক অস্বাভাবিক কাজ। আধুনিক যুবসমাজ বিয়ের পরিবর্তে প্রেম-ভালোবাসা বা লিভ টু গেদারের মাধ্যমে নিজেদের যৌন চাহিদা পূরণ করছে, আবার অনেকেই স্ট্যাডি, ক্যারিয়ার বা প্রফেশনের পেছনে ছুটতে ছুটতে জীবনের অর্ধেকটা ব্যয় করে ফেলছে। তারুণ্যের শেষ প্রান্তে এসে বিয়ে করার ফলে দাম্পত্য জীবনেও আসছে না প্রকৃত সুখ।

সন্তানদের বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও আছে দায়িত্বহীনতা ও অজ্ঞতা। তাদেরকেও এ ব্যাপারে মনোযোগী ও সচেতন হতে হবে।

---

[৫০] বুখারী : ৫০৬৬

আল্লাহকে স্মরণ করা

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

অর্থ : যারা তাকওয়া অর্জন করেছে তাদেরকে যখন শয়তানের কোনো কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তারা হয়ে যায় সত্যদ্রষ্টা।[৫১]

মানুষের জীবনের একটি মুহূর্তও আল্লাহর অগোচরে নয়। সব কাজ-কর্মের ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক অবগত। তাই আমাদের উচিৎ আল্লাহকে স্মরণ রাখা অর্থাৎ, আল্লাহ আমাকে দেখছেন এই অনুভূতি অন্তরে গেঁথে রাখা। তাহলে পাপাচারে লিপ্ত হলে এই অনুভূতি নাড়া দিবে এবং আমরা পাপ থেকে বিরত থাকতে পারবো। এই অনুভূতি দুর্বল হওয়ার কারণে সর্বদা আমরা পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছি।

এই কারণে আল্লাহ তায়ালা দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ প্রদান শেষে তার প্রতিকাররূপে উল্লেখ করেন,

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে সম্যক অবগত।[৫২]

মানুষ পাপ কাজ করলে তা লোকজনের আড়ালে রাখার চেষ্টা করে। কারণ, লোকজন তার গুনাহের ব্যাপারে অবগত হলে লাঞ্ছনা ও বাঞ্ছনার শিকার থেকে হবে। কিন্তু এটা চিন্তা করে না, যতই তা লোকজনের আড়ালে রাখুক না কেন আল্লাহর কাছ থেকে কোন কিছুই গোপন করা যায় না।

---

[৫১] সূরা আরাফ : ২০১

[৫২] সূরা মায়েদা : ৮

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে অবগত।[৫৩]

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى

সে কি জানে না আল্লাহ তাকে দেখছেন।[৫৪]

সুতরাং, কোন পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে অন্তরে এই অনুভূতি গেঁথে নেয়া যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন, আমার কৃতকর্মের ব্যাপারে অবগত। তাহলে আমরা পাপাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবো। ইনশাআল্লাহ।

---

[৫৩] সূরা হাদিদ : ৪
[৫৪] সূরা ইকরা : ১৪

পরিশ্রম ও সাধনা

পরিশ্রম বা সাধনা ছাড়া পৃথিবীর কোনো কাজেই সফলতা অর্জন করা যায় না। প্রতিটি সফল কাজের পেছনে আছে দীর্ঘ সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ইতিহাস। তদ্রুপ দ্বীনের উপর অবিচল থাকতে হলেও একজন মুমিনকে চেষ্টা ও সাধনার মধ্য দিয়েই যেতে হবে। তবেই আল্লাহ তাকে সফলতা দিবেন। আর তার পরিশ্রমকে মহিমান্বিত করবেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

যারা আমার পথে সাধনা করে, তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথে পরিচালিত করি।[৫৫]

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى

-অর্থ: যারা রবের সামনে দণ্ডায়মানের ভয় করে এবং নিজেকে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত রাখে, জান্নাত তাঁরই আবাসস্থল।[৫৬]

আল্লামা বুসিরী রাহি. একজন বড় মাপের বুযুর্গ ও বিদগ্ধ আলিম ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে রচিত কাসীদায়ে বুরদা তাঁর অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ। তাঁর প্রতিটি চরণ অকৃত্রিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ও প্রজ্ঞায় পূর্ণ।

তিনি বলেন,

النفس كالطفل إن تمهله شب على حب الرضاع وإن
تفطمه ينفطم

-অর্থ: নাফস হলো দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায়। যদি তাকে অবকাশ দাও তাহলে যুবক হয়েও দুধ পান করার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারবে না। আর যদি দুধ ছাড়িয়ে নাও তাহলে ছেড়ে দিবে।

---

[৫৫] সুরা আনকাবুত: ৬৯
[৫৬] সূরা নাযিয়াত : ৪০

এই শ্লোকের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নবজাতক শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর দুধ পান করতে শুরু করে। সে দুধ পান করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। মা যদি দুধ না দেয় তাহলে আর্তচিৎকার করে। একপর্যায়ে দুধ ছাড়ানোর সময় ঘনিয়ে আসে। তখন দুধ ছাড়ানো এটা শিশুর জন্য কল্যাণকামিতা। যখন দুধ ছাড়িয়ে নেয় সে অনেক কান্নাকাটি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিশুর কল্যাণের জন্য মা দুধ ছাড়িয়ে নেয়।

আল্লামা বুসিরী রাহি. বলেন, প্রবৃত্তি হলো শিশুর ন্যায়। যদি তাকে দুধ ছাড়িয়ে না দাও তাহলে যুবক হয়েও দুধ পান করতে অভ্যস্ত হবে। সে রুটি আহার করতে পারবে না। অনুরূপ নাফসকে যদি পাপাচার ও দুরাচার থেকে দূরে না রাখি তাহলে সফলকাম হতে পারবো না। এভাবে যদি নাফসের অনুসরণ করতে থাকি তাহলে হৃদয়ে মরিচা ধরবে। এক পর্যায়ে পাপ কাজ করা অভ্যাসে পরিণত হবে।

আল্লাহর ভয়

কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো আল্লাহর ভয়-ভীতি। কেননা মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয়-ভীতি কম থাকার কারণে তারা গাইরে মাহরামের দিকে দৃষ্টিপাত করে।

কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো, নারীদের কোলাহল থেকে যথাসাধ্য নিবৃত্ত থাকা।

নারীদের আবাসস্থল থেকে দূরে থাকা। যথাসাধ্য নারীদের লোকালয়ে উপস্থিত না হওয়া। যেখানে নারীদের আসা-যাওয়া বেশি সেখানে দৃষ্টি অবনত রাখা দুষ্কর হয়ে যায়। এ জন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নারীদের সমাবেশ থেকে দূরে থেকো।

নিম্নে আরও কিছু টিপস পেশ করা হচ্ছে তদনুযায়ী আমল করলে আশা করি আমরা কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।

১. নারী পরুষের অবাধ মেলামেশার স্থানগুলো থেকে দূরে থাকা। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের মিলনমেলা হয়ে থাকে। তাই সেখানে কুদৃষ্টি থেকে যথাসাধ্য বেঁচে থাকতে হবে। অনুরূপ স্কুল-কলেজে সহশিক্ষা রয়েছে। এটা কুদৃষ্টির জন্য বড় বিপজ্জনক। তাই নিজেকে ও পরিবার-পরিজনকে সতর্ক করতে হবে। নারী-পুরুষ সবার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক।

২. যদি গন্তব্যস্থলে পৌঁছার দুটি পথ থাকে, তাহলে ঐ পথ অবলম্বন করা যে পথে কুদৃষ্টির আশংকা কম।

৩. যদি কখনও দরজায় কড়া নাড়া হয় তাহলে কিছুটা পিছু নেয়া আবশ্যক। যেন দরজা খোলার সময় বেগানা মহিলা চোখে না পড়ে।

৪. কোন কাউন্টারে যদি নারী-পুরুষ থাকে তাহলে পুরুষের কাছে গিয়ে টিকেট সংগ্রহ করা, নারীর সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকা।

৫. সফরকালীন এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত না করা। এতে কুদৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।

৬. ঘরে প্রবেশ করার সময় একটু গলা খাঁকারি দিয়ে ঈঙ্গিত দেওয়া যাতে গাইরে মাহরাম মহিলারা সরে যায়। যৌথ পরিবারগুলোতে এ বিষয়টি

অবশ্যই লক্ষণীয়। বিশেষকরে যেখানে ভাইয়েরা সবাই একসাথে বসবাস করে সেখানে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আদব।

৭. বাস, ট্রেন বা যে কোন গাড়িতে আরোহণ হওয়ার সময় সাধারণত দৃষ্টি পতিত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে। তাই কুদৃষ্টি থেকে নিবৃত্ত থাকতে দ্বীনী বই-পুস্তক সঙ্গে রাখা শ্রেয়। যেন জ্ঞান অন্বেষণে সময় কাটে এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ হয়।

৮. রাস্তা-ঘাটে চলাচল করার সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেন কুদৃষ্টি পড়ে না যায়।

৯. বায়তুল্লাহর আশেপাশে তাওয়াফ করার সময় নিজের পায়ে দৃষ্টি রেখে চক্কর দেওয়া উচিত যাতে গাইরে মাহরামের দিকে নজর না পড়ে।

১০. নারীদের জন্য বিশেষায়িত জায়গায় আসা-যাওয়া থেকে বিরত থাকা।

১১. অফিস-আদালত, হসপিটাল ও বিমানবন্দরসহ ইত্যাদি জায়গা নারীদের আনাগোনা বেশি থাকে। এ ধরণের জায়গায় প্রয়োজন পূরণ করার চেয়ে বেশি সময় না দেওয়া। প্রয়োজন পূরণ হলে চলে আসা।

১২. রাস্তা-ঘাট ও সড়কে বড় বড় ব্যানার ঝুলিয়ে রাখা হয় যেখানে সাধারণত মেয়েদের চিত্তাকর্ষক ছবি থাকে। তাই নিজেকে আগে থেকে বিরত রাখা।

১৩. সড়কে চলন্ত বিভিন্ন গাড়িতে মেয়ে যাত্রী থাকে। তাই এ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা থেকে বেঁচে থাকা।

১৪. বিনোদনের উদ্দেশ্যে নারীদের লোকালয়ে সফর না করা। কেননা এতে কুদৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।

১৫. ইহুদি-খ্রিস্টানের দেশে সফর করলে নিজেকে খুবই নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। কারণ,তারা গ্রীষ্মকালে প্রায় নগ্ন হয়ে যায়। আর শীতকালে কাপড়চোপড় পরিধান করলেও পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে থাকে। পুরুষদের ন্যায় তারাও শার্ট, কোট, প্যান্ট ইত্যাদি পরিধান করে থাকে। তাই নারী-পুরুষ পরখ করা দুষ্কর হয়ে যায়। এহেন মুহূর্তে নিজের দৃষ্টি অবনত না রাখলে পাপাচারে লিপ্ত থেকে হবে। আল্লাহ তায়ালা হেফাজত করুক।

১৬. বিনোদন, আয়োজন ও ভোজনবিলাসের জন্য এমন দিন নির্ধারণ করা যে দিন নারীদের আনাগোনা কম থাকে এবং এমন স্থান নির্বাচন করা যেখানে নারীদের চলাফেরা নেই।

সালাফের উক্তি

১. হযরত ইয়াহয়া ইবনে সাদ বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম আ.বলেন, কুদৃষ্টি অন্তরে কু-প্রবৃত্তির বীজ বপন করে এবং পাপের জন্য এটাই যথেষ্ট।[৫৭]

২. হযরত সুফিয়ান রহি.বর্ণনা করেন, ইসা আ. বলেন, কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থেকো। কেননা, কুদৃষ্টি হৃদয়ে কু-প্রবৃত্তির বীজ বপন করে এবং ফিতনায় পতিত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।[৫৮]

৩. হযরত আলি ইবনে যিয়াদ বসরী রাহ.বলেন, নারীর চাদরের দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করো না। কেননা তা অন্তরে কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে।[৫৯]

৪.হযরত মালিক বিন দিনার রাহ.বলেন,একবার হযরত দাউদ আ. নসীহাস্বরূপ বলেন, হে মুত্তাকীদের জামায়াত! তোমাদের মধ্যে যারা নিজের জীবন ভালো কাজে কাটাতে চায় তারা যেন পাপ কাজে দৃষ্টিপাত না করে।[৬০]

৫. হযরত মারুফ কারকী রহি.বলেন, নিজের দৃষ্টি হেফাজত করো, যদিও ছাগী থেকে হোক-না-কেন।[৬১]

৬. হযরত জুনাইদ বোগদাদী রাহ. বলেন, হে ইনসান! তুমি যে চোখ দিয়ে আল্লাহর নিয়ামত অবলোকন করো সে চোখ দিয়ে পাপ কাজে দৃষ্টিপাত করো না। অন্যথায় তুমি আল্লাহর দৃষ্টি থেকে পড়ে যাবে।[৬২]

---

[৫৭] যাম্মুল হাওয়া, ইবনুল জওযী : ৯১
[৫৮] যাম্মুল হাওয়া, ইবনুল জওযী রাহ. : ৯১
[৫৯] হিলয়াতুল আওলিয়া : ২,২৪৪
[৬০] যম্মুল হাওয়া : ৮৪
[৬১] যম্মুল হাওয়া, ইবনুল জওযী রাহ. : ৮৪
[৬২] যম্মুল হাওয়া, ইবনুল জওযী : ৮৫

৭. হযরত যুন্নুন মিসরী রহি.বলেন, কুদৃষ্টি দুঃখ ও পরিতাপ সৃষ্টি করে। যার শুরু হলো আফসোস আর সমাপ্তি হলো ধ্বংস ও অবনতি। যে ব্যক্তি কুদৃষ্টির পিছু নিল সে নিজেকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিলো।[৬৩]

৮.হযরত ইসহাক জনৈক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির মালফুয উল্লেখ করে বলেন, ভালোবাসা ও উন্মাদনার প্রথম সিঁড়ি হচ্ছে কুদৃষ্টি যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে থাকে ছোট কয়লা থেকে।[৬৪]

৯.আল্লামা ইবনুল জওযী রাহি. বলেন, কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকো! কেননা, তা সমূহ বিপদাপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তবতা হচ্ছে, এই ব্যাধির প্রতিকার প্রথমে সহজ, কিন্তু শেষমেশ প্রতিকার দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।[৬৫]

---

[৬৩] যম্মুল হাওয়া, ইবনুল জওযী রাহ. : ৯৩
[৬৪] যম্মুল হাওয়া, ইবনুল জওযী ৯৩
[৬৫] যম্মুল হাওয়া, ইবনুল জওযী রাহ. : ৯৪

কুদৃষ্টির কতিপয় ক্ষতি

১. আল্লাহর অবাধ্যতা অর্থাৎ কুদৃষ্টির ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা সত্ত্বেও অপাত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আল্লাহর অবাধ্যতা। যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে তিনি তাদেরকে জালিম বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ধিক্কৃত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

২. আমানতের খিয়ানত করা অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেন, তিনি চোখের খিয়ানতের ব্যাপারে সম্যক অবগত। তাহলে বুঝা যাচ্ছে, আমরা চোখের মালিক না, বরং চোখ আমানতস্বরূপ দান করেছেন। এই চোখকে আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে ব্যবহার করা খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত।

৩. অভিসম্পাতের উপযুক্ত হওয়া। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যারা কারো প্রতি মন্দ দৃষ্টিতে তাকায় তাদের উপর আল্লাহর লানত। চিন্তা করুন, কতইনা দূর্ভাগ্যের ব্যাপার, একজন মুমিন হয়েও আল্লাহ এবং রাসুলের অভিসম্পাতের উপক্রম হওয়া।

৪. নির্বোধ হওয়ার পরিচায়ক। হযরত হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রাহ. বলেন, পাপাচারে লিপ্ত হওয়া এটা জ্ঞান স্বল্পতার পরিচয় বহন করে। সে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে কীভাবে ঐ সত্তাকে অসন্তুষ্ট করতে পারে যিনি পুরো সাম্রাজ্যের মালিক, রাজাধিরাজ। জীবন-মরণ, সুস্থতা-ব্যাধি, স্থিরতা-ব্যাকুলতা যার নিয়ন্ত্রণাধীন। তার জ্ঞান-বোধ পর্যাপ্ত থাকলে কখনও গুনাহে লিপ্ত থেকে পারবে না। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার রূপক বিত্তবান বা মালিকের অবাধ্যতা আমরা অপছন্দ করি, সর্বদা তাকে সন্তুষ্ট করার প্রতি সচেষ্ট হই। যিনি সব কিছুর মালিক তাঁর অবাধ্যতা আমাদেরকে আদৌ অনুভূতি সৃষ্টি করে না।

৫.আল্লাহর ক্রোধের উপযুক্ত হওয়া। কেউ যদি সুন্দর রমণী অবলোকন করে তাকে চরম সমস্যায় ভুগতে হয়। কেননা সুন্দরী মেয়ের সৌন্দর্য অবগত হয়ে যাওয়ার কারণে তার দিকে প্রলুব্ধ থেকে থাকে। একপর্যায়ে প্রবল আসক্ত হয়ে পড়ে। চেতন-অবচেতন সর্বাবস্থায় তার কল্পনা-জল্পনা করতে থাকে।এ দিকে অভিশপ্ত শয়তান তাকে প্ররোচিত করতে থাকে। এভাবে নিজেকে অবক্ষয়ের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দেয়। শেষমেশ আল্লাহর আক্রোশের উপযুক্ত হতে

হয়। আল্লাহ হিফাযত করুন, আমীন। বিপরীতে কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় তার কোন চিন্তা-ভাবনা থাকে না, বরং নিরাপদে থাকতে সক্ষম হয়।

৬. অন্তরাত্মা দুর্বল হয়ে যায়। কুদৃষ্টির মাধ্যমে পরবর্তিতে অন্তরে এক ধরণের ভাবনার সৃষ্টি হয়। যার শিহরণ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। চোখ তাকে বারবার দেখতে চায়। তার কণ্ঠ বারবার শুনতে মন চায়, তার সাথে কথা বলতে মন চায়। ফলে অন্তর থেকে আল্লাহর স্মরণ দূর হয়ে যায়। আল্লাহর ভয়-ভীতি লোপ পায়। আর ব্যক্তির হৃদয় ছেঁয়ে যায় পাপের কালিমায়।

৭. বিশেষজ্ঞদের মতে কুদৃষ্টির কারণে লজ্জাস্থান স্ফীত হয়ে যায় যার কারণে ঘনঘন পেশাব হয়।

৮. কুদৃষ্টির কারণে খুব বেশি মনি বের হয় এবং মনি সূক্ষ্ম হয়ে যায়। যারা এভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠে তারা স্ত্রীর হক আদায় করতে অক্ষম হয়ে যায়।

৯. অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অর্থাৎ অন্যর দিকে কুদৃষ্টির কারণে নিজের স্ত্রী থেকে বিমুখ হয়ে পড়বে। নিজের স্ত্রীকে অপছন্দ করবে। এভাবে দাম্পত্য জীবন বিষিয়ে উঠবে। আল্লাহর অনুগ্রহে ভুলে অন্য কারো প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া একটি বড় অকৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।

১০. দৃষ্টি শক্তি লোপ পাওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা যদি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে আমি নিয়ামত বৃদ্ধি করে দিবো। পক্ষান্তরে যদি নিয়ামতের অকৃতজ্ঞ হও তাহলে নিয়ামত কেড়ে নিবো। দৃষ্টি শক্তি আল্লাহর বড় নিয়ামত। এটা কত বড় নিয়ামত তারাই বুঝবে যাদের দৃষ্টি শক্তি লোপ পেয়েছে। এই নয়ন দিয়ে নিখিল বিশ্বের সৌন্দর্য উপভোগ করছি, অসংখ্য মনোরম দৃশ্য অনুভব করছি, নীল সমুদ্রের উত্তাল জলরাশি দেখে চোখ জুড়াচ্ছি, আত্মীস্বজনদেরকে দেখছি, সর্বোপরি জীবন চলার পথে এটা সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। সুতরাং যারা আল্লাহর এই নিয়ামত পেয়ে অকৃতজ্ঞ হবে অতিসত্বর আল্লাহ এই নিয়ামত ছিনিয়ে নিবে।

[আল্লামা শাহ হাকিম মুহাম্মদ আখতার রাহ.এর লেখা অবলম্বনে]

১১. কুদৃষ্টির অন্যতম সমস্যা হলো, এর কারণে রিযিকের সংকট সৃষ্টি হয় এবং সময়ের বরকত কমে যায়। ছোট ছোট কাজে অনেক বড় সমস্যা সৃষ্টি হয়। জীবনে অনেক প্রচেষ্টার পরেও সফলতার মুখ দেখতে পায় না। আপাতদৃষ্টিতে কাজ সম্পন্ন মনে হলেও যথাসম্ভব কাজ অসম্পন্ন দেখা যায়। যে কোন সাধারণ বিষয় অহেতুক চিন্তা ও পেরেশানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ মনে করে, কেউ কোন সমস্যা করেছে; অথচ সে অন্তরের গুনাহের কারণেই বিপদে পড়ে থাকে। নিজেই স্বীকারোক্তি করে যে, একটা সময় সে মাটিতে হাত রাখলে সোনায় পরিণত হতো। আর এখন সোনায় হাত দিলে মাটিতে পরিণত হয়। এ সবই চোখের গুনাহের পরিণতি।

[শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী হাফি.]

(সমাপ্ত)

"পরনারীর প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকানো সকল অনিষ্টের মূল। শয়তান পরনারীর চেহারাকে খুব নয়নলোভন পদ্ধতিতে উপস্থাপন করে। দূর থেকে সব জিনিস ভালোই দেখায়। এজন্যই প্রবাদ আছে,দূরের ঢোল শ্রুতিমধুর হয়। কুদৃষ্টির ফলে মানবহৃদয়ে পাপের বীজ তৈরী হয়। সুযোগ পেলেই তা ফুলে-ফেঁপে উঠে। কাবিল-হাবিবের স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি দিয়েছিল। পরিণামে তার কাঁধে এমন ভূত চড়ে বসেছিল,আপন ভাইকে হত্যা করতেও তার কলিজা কাঁপেনি। কুদৃষ্টি কিংবা হারাম জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত থেকেই মনে এমন হাজারো ভয়ংকর ফিতনার সৃস্টি হয়। দৃষ্টি হেফাজত করতে না পারলে গুনাহ থেকে কখনোই ফিরে আসা সম্ভব না।"

ফুলদানী প্রকাশনী
বিকশিত জ্ঞানের বিশ্বস্ত বাহক
ইসলামী টাওয়ার ২য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৯৪৪-৮৮৯১০৬, ০১৬৭৮-৩৭৭৮৪৩